দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..26 JAN 20 3 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...২...

বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ছুঁয়ে বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থান। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি একটি। বর্তমান কামরুননেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শাখারূপে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালে এই স্কুলটি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যালয়ের জন্য কেনা জমিতে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুন স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের জীর্ণ ভবনগুলো ভেঙ্গে ফেলে সেখানে নির্মিত হয়েছে একটা তিনতলা ভবন, একটি দুইতলা ভবন, প্রধান শিক্ষিকার বাসস্থান, ব্যায়ামাগার, নাইট গার্ডের বাসস্থান, দারোয়ানের জন্যে বাসস্থান, টিফিনের জন্যে রান্নাঘর, বিদ্যালয়ের সামনে রয়েছে বিরাট খেলার মাঠ, খেলার মাঠের পাশে মনোরম ফুলের বাগান। স্কুলের প্রধান গেটের সঙ্গে দুইতলা ভবনের নীচতলায় রয়েছে প্রধান শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কক্ষ, গ্রন্থাগার, অফিসকক্ষ। প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে রয়েছে টয়লেট। এর উপর তলায় রয়েছে বিজ্ঞানাগার ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানাগার। বিদ্যালয়ে দু'টি শাখা চালু রয়েছে। প্রভাতী ও দিবা শাখা। সকাল ৭-১৫ থেকে ১১-৪০ মিনিট পর্যন্ত প্রভাতী শাখায় ১২টা থেকে ৪-৪৫ মিনিট পর্যন্ত দিবা শাখায় ক্লাস নেয়া হয়। বিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান দু'টি বিভাগ চালু আছে। ছাত্রীদের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত বিজ্ঞানাগার, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ের জন্য রয়েছে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণাগার। কৃষি ও চারুকলার জন্যও রয়েছে সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীসংখ্যা ২০০০। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক চর্চাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের রয়েছে প্রচুর সুনাম। ফেরদৌসী, শাহনাজ রহমাতুল্লাহর মত অনেক গুণী শিল্পী এই শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রী ছিলেন। সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসাবে বিদ্যালয়ে রয়েছে গার্লসগাইড ও রেডক্রিসেন্ট দল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার নাম আয়েশা আক্তার খাতুন।

বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। এই লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার বহু মূল্যবান প্রাচীন বই রয়েছে। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইতিপূর্বে বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বই উইপোকায় খেয়ে ফেলায় ফেলে দিতে হয়েছে; যা সত্যি বেদনাদায়ক। তারপরও বর্তমানে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে যেগুলোর সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী।

❑ হাসান মেহেদী